لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ৩১শে জুলাই, : ১৯৬৩ সন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

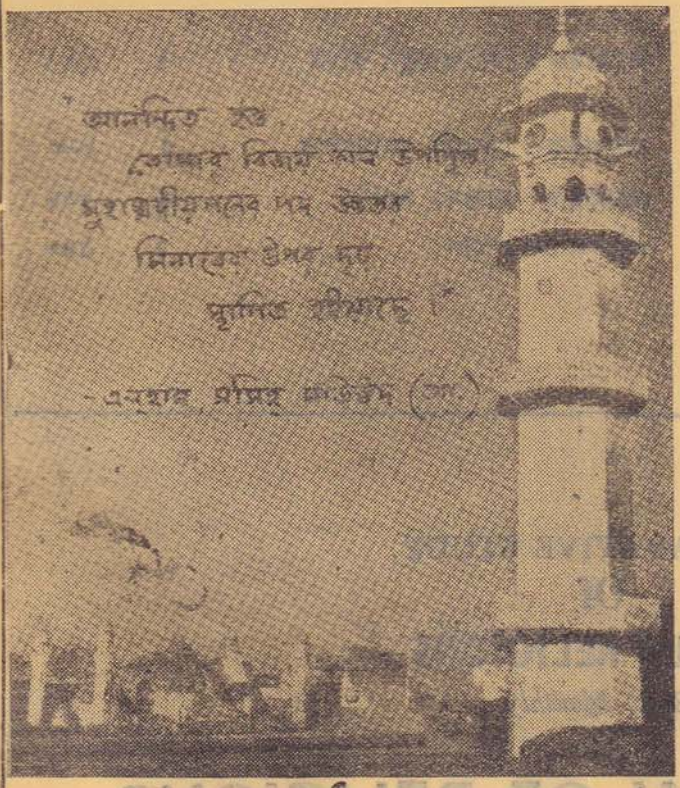

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা-তা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী

সূচীপত্র

১৭শ বর্ষ,
৩১শে জুলাই, ১৯৬৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	১২১
॥ হাদিস ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ ॥	১২২
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী ॥	অনুবাদক : মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	১২৫
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর একটি উপদেশ ॥	অনুবাদক : মো: ফজলুল করিম ॥	১২৭
॥ জুমআর খুৎবা ॥	অনুবাদক : মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	১২৮
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী ॥	১৩৬
॥ পরকাল ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	১৪০

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ৩১শে জুলাই : ১৯৬৩ সন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বাকারাহ্

ত্রয়ত্রিংশ রুকু

২৫১। এবং যখন তাহারা জালুৎ এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর (সম্মুখীন) হইবার জন্য বাহির হইল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পরম সহিষ্ণুতা প্রদান কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

২৫২। তখন (তাহারা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং) তাহারা আল্লাহ্-তা'লার আদেশে

তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল; এবং দাউদ জালুৎকে নিহত করিলেন, এবং আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে (দাউদকে) রাজত্ব এবং প্রজ্ঞা দান করিলেন এবং যাহাকিছু সম্বন্ধে তিনি (আল্লাহ্-তা'লা) ইচ্ছা করিলেন, দাউদকে তাহার জ্ঞান দিলেন। এবং যদি আল্লাহ্-তা'লা কতক (মানুষ) কে কতকজনের দ্বারা ঠেকাইয়া না রাখিতেন তাহা হইলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত; কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা সকল বিশ্বের প্রতি প্রসাদশীল (সেইজন্য তিনি বিপর্যয়কে ঠেকাইয়া দেন)।

২৫৩। এইগুলি আল্লাহ্-তা'লার আয়াত যাহা আমরা তোমাকে সত্যসহকারে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি, যে অবস্থায় তুমি সত্যের উপর (দাড়াইয়া) আছ এবং তুমি নিশ্চয় রসুলগণের মধ্যে (একজন)।

মৌলবী মমতাজ আহমদ সাহেবের অনুবাদ কৃত পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায়, জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব এই অনুবাদ করিয়া দিলেন।
(সঃ আহমদী)

হাদিস

মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

عن ابی ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حین غربت الشمس آتدری این تذهب هذه قلت الله و رسوله اعلم قال فانها تذهب حتی تسجد تحت العرش فتستاذن فیوذن لها و یوشك ان تسجد و تستاذن فلا یوذن لها و یقال لها ارجعی من حیث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالی و الشمس تجری لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش - (بخاری و مسلم)

হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত,

যখন সূর্য অস্তমিত হইতেছিল—নবী করীম (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান এই সূর্য কোথায় যাইতেছে? আমি বলিলাম আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। আঁ-হযরত (দঃ) বলিলেন যে, এই সূর্য আরশের নীচে সেজদা করিবার জন্য যাইতেছে; তৎপর অনুমতি চাহিবে, উহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে এবং অচিরেই সূর্য সেজদা করিবে এবং অনুমতি চাহিবে, কিন্তু এমন এক-সময় নিকটবর্তী যখন উহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাকে বলা হইবে যেখান হইতে আসিয়াছ সেখানেই চলিয়া যাও, অতঃ-পর উহা অস্তমিত স্থানে উদিত হইবে। অতএব ইহাই আল্লাহ্-তা'লার বাণীর অর্থ যে, 'সূর্য স্বীয় গতিপথে লক্ষ্যের দিকে চলিতেছে। উহার লক্ষ্যস্থল হইল আরশের নীচে।

(বোখারী, মুসলিম)

এই হাদিস استعارة। বা রূপকে পরিপূর্ণ। হাদিস সহী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, কেননা উহা বোখারী এবং মুসলিমের সম্মি-লিত রেওয়ায়েত। কাজেই আমরা উহার তাবিল করিতে বাধ্য। এই হাদিসের ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে আমাদিগকে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। কারণ হাদিসে কোরআন শরীফের একটি আয়েতের উল্লেখ আছে; কাজেই প্রকৃত বিষয় বুঝিবার জন্য একটি ভূমিকার অবতারণা করার প্রয়োজন মনে করি।

(ক) কোরআন শরীফ আল্লাহ্-তা'লার বাণী এবং এই বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার বাণী এবং তাঁহার কর্মে কোন বিরোধ নাই। বিরোধ হওয়া সম্ভবপর নহে। বিরোধ হইতেই পারে না।

(খ) আমরা সৌর-জগতের অন্তর্গত পৃথিবীতে বাস করি। সূর্য পৃথিবীর প্রাণ-কেন্দ্র, সূর্যের সহিত এই পৃথিবী গাথা, সূর্যের অস্তিত্বের উপরই সৌর-জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সূর্য ব্যতিরেকে এই পৃথিবী এক মুহূর্তও টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার এবং ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। এই ভাবে যুগ-যুগান্ত হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ভবিষ্যতেও হইবে না, হইতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবপরও নহে। সৌর-জগতের যতদিন আয়ু আছে ততদিন পর্যন্ত এই ভাবে চলিবে এবং চলিতে থাকিবে। যখন সৌর-জগতের আয়ু শেষ হইবে তখন সূর্যও থাকিবে না এবং সূর্যের সঙ্গে গাঁথা কোন জগৎই থাকিবে না। সূর্যের সহিত গাঁথা গ্রহ-উপগ্রহকে সঙ্গে করিয়া সূর্য উহার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত। সেই লক্ষ্যই সূর্যের নির্দ্ধারিত আয়ু। এই সৌর-জগতের আয়ু যে কবে শেষ হইবে উহা আল্লাহ্-তা'লা ব্যতীত আর কেহ বলিতে

পারে না। একমাত্র সৌর-জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্-তা'লাই উহা উত্তমরূপে অবগত।

(১) এই ভূমিকা অবতারণা করিবার পর আমরা আলোচ্য হাদিসকে রূপক অর্থে ব্যতীত গ্রহণ করিতে পারিনা। কারণ এই পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে; কিন্তু সূর্য ঘুরেনা। অথচ আমরা দেখিতেছি সূর্য ঘুরিতেছে—প্রকৃত-পক্ষে ইহা বাস্তবতার বিপরীত। এই কারণেই আলোচ্য হাদিসের বাণী 'এই সূর্য কোথায় যাইতেছে' বাস্তবতার বিপরীত। কাজেই 'সূর্য কোথায় যাইতেছে' রূপক ব্যতীত গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত আয়েতের প্রতি একবার আপনাদের মনঃযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

يدبر الامر من السماء الى
الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان
مقداره الف سنة مما تعدون -

তিনি (আল্লাহ্-তা'লা) আকাশ হইতে এই পৃথিবীর দিকে (শরিয়ত বা ঐশী-বাণী সম্পর্কিত) বিষয় পরিচালনা করিয়া থাকেন, তৎপর তাঁহারই দিকে উহা এমন একদিনে ফিরিয়া যায় যাহার পরিমাণ তোমাদের গণনানুযায়ী হাজার বৎসর। এই আয়েত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিয়মান হইতেছে যে, শরিয়ত সম্পর্কিত বিষয় আরশ হইতে এই পৃথিবীর দিকে পরিচালিত হয় এবং উহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, তৎপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক হাজার বৎসরে উহা পুনরায় আকাশ বা আরশের দিকে ফিরিয়া যায়। শরিয়ত সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্-তা'লার নিয়ম ইহাই।

সৌরজগতের সহিত আল্লাহ্-তা'লা আধ্যাত্মিক জগতের তুলনা করিয়াছেন। আঁ-হযরত (দঃ) কে সুরা আহ্‌যাবে سراجا منيرا 'দীপ্ত সূর্য' বলা হইয়াছে। এই হিসাবে সমস্ত নবী (আঃ)ই আঁ-হযরত (দঃ) এর সংগে সংশ্লিষ্ট। আঁ-হযরত (দঃ) ব্যতি-রেকে অন্য কোন নবীই নিজস্ব জ্যোতি রাখেন না। সকল নবীই আঁ-হযরত (দঃ) এর আলো দ্বারা আলোকিত; যেহেতু আঁ-হযরত (দঃ) আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য।

আলোচ্য হাদিসে সূর্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা আঁ-হযরত (দঃ) তাঁহারই নেজামে রূহানীর উদাহরণ দিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন এই আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য অস্তমিত হইবার পর আর উহা দেখা দিবেনা। বরং সূর্যের অর্থাৎ আঁ-হযরত (দঃ)এর স্থলাভিষিক্ত খলিফা-গণই আগমন করিবেন। পুনরায় যখন ধর্ম্ম একেবারে উঠিয়া যাইবে তখন তাঁহার সহিত পূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাকারী নবী আগমন করিবেন

এবং তিনি আঁ-হযরত (দঃ) এর স্থলে উদিত হইবেন।

শরিয়ত আনয়নকারী নবী আর আগমন করিবেন না, কারণ শরিয়তের বিধান পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আল্লাহ্-তা'লা আর কাহাকেও শরিয়ত সহকারে পাঠাইবেন না, কেবল মাত্র আঁ-হযরত (দঃ) এর স্থলাভিষিক্তগণই তাঁহার স্থলে উদিত হইবেন।

والله اعلم بالصواب

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)এর অমৃত বাণী

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

দোওয়া করিবার পূর্বে নিজের সমস্ত শক্তি কাজে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি আমলে যত্নবান না হয়, সে দোয়া করে না, পরন্তু সে খোদা-তা'লাকে পরীক্ষা করে।

"ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়াকানাছ্ তাঈন" অর্থাৎ আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। "ইয়াকানা বুদু" শব্দগুলি 'ইয়াকানাছতাঈন' এর পূর্বে এই জন্য ব্যবহার হইয়াছে যে মানুষ দোয়া করিবার সময় যেন নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া আল্লাহ্-তা'লার দিকে অগ্রসর হয়। শক্তি দ্বারা কাজ না লইয়া এবং প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হওয়া অশিষ্টাচার ও ঔদ্ধত্যজনক। যথা—কৃষক যদি বীজ বপনের পূর্বে দোয়া করে, 'হে আল্লাহ্ এই ক্ষেতকে সবুজ ও সজীব কর এবং ইহাকে ফল-ফুলে সুশোভিত কর' তাহা হইলে ইহা আল্লাহ্-তা'লার সহিত বিদ্রূপ ও হাসিতামাসা হইবে। ইহাকেই আল্লাহ্র পরীক্ষা বলা হইয়াছে। ইহা নিষিদ্ধ। আদেশ আছে, "খোদা-তা'লাকে পরীক্ষা করিও না।" হযরত মসীহ (আঃ)-এর জীবিকা লাভের জন্য প্রার্থনায় এই বিষয়ের ব্যাখ্যা

রহিয়াছে। এই বিষয় অবহিত হও ও চিন্তা কর। সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি আমল এর প্রতি যত্নবান হয় না, সে দোওয়া করে না বরং খোদা-তা'লাকে পরীক্ষা করে। সুতরাং দোওয়া করিবার পূর্বে নিজের সমস্ত শক্তি কাজে লাগান প্রয়োজন এবং ইহাই উপরের দোওয়ার অর্থ। মানুষের কর্তব্য, প্রথমে নিজের বিশ্বাস ও আমলের পর্যালোচনা করা। কারণ আল্লাহ্-তা'লার নিয়ম এই যে, কাহারও সংশোধন উপকরণের দ্বারা হইয়া থাকে। তিনি কোন না কোন এমন উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যাহা সংশোধনের কারণ হয়। যাহারা বলে যে, দোওয়া করিলে উপকরণের কি প্রয়োজন? তাহাদের এই সত্যটি বিশেষ মনযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ। সেই জ্ঞানহীনদের বিবেচনা করা উচিত যে, দোওয়া নিজেই একটি গুপ্ত উপকরণ বিশেষ যাহা অপরাপর উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকে। উপরোল্লিখিত দোওয়ার কলমায়, 'ইয়াকা নাসতাঈনের' পূর্বে 'ইয়া কানাবুদু'র ব্যবহার এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। আমরা সদা আল্লাহ্-তা'লার নিয়মকে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে তিনি উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি আমাদিগের পিপাসা নিবারনের জন্য জল এবং ক্ষুধা নিবারনের জন্য আহার যোগান, যাহা উপকরণের দ্বারা লাভ হয়। তাঁহার বিধানে উপকরণ সৃষ্টির ধারা সদা ক্রীয়াশীল রহিয়াছে এবং সদা উপকরণ সৃষ্টি হইতেছে।

'আল-ফযল'
৩০শে জুন, ১৯৬৩ ইছাব্দ
হইতে উদ্ধৃত

মসিহ্ মাউদ (আঃ)এর একটি উপদেশ

অনুবাদক—মোঃ ফজলুল করিম

হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)এর সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের একটি ছাত্র লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে পড়িত। শিখ হইলেও মসীহ্ মাউদ (আঃ)এর প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল এবং সে হুযুরকে খুব শ্রদ্ধা করিত। এক সময়ে সেই ছাত্রটি হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইল যে, "প্রথমে আল্লাহ্-তা'লার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কিন্তু কিছুদিন যাবত আমার মনে আল্লাহ্র অস্তিত্বে সন্দেহ জাগিতেছে। হুযুর দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্-তা'লা আমার মনের এই অবস্থা দূর করিয়া দেন।" হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) উত্তরে তাহাকে জানাইলেন যে "আমার মনে হইতেছে তোমার সহপাঠিদের মধ্যে হয়ত কেহ নাস্তিক আছে। তাহারই মন্দ প্রভাব তোমার উপর পড়িতেছে। তুমি ক্লাশে তোমার বসিবার স্থান পরিবর্তন করিয়া ফেল।" হুযুরের এই উপদেশ অনুযায়ী সেই শিখ ছাত্রটি স্থান পরিবর্তন করিয়া, অন্য একটি ছাত্রের পাশে বসিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পর তাহার এই ধারণা আপনা হইতে সংশোধিত হইয়া গেল এবং খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস পুনরায় দৃঢ় হইল।

এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মন্দ লোকের সংসর্গে থাকিলে তার মন্দ প্রভাব মানুষের উপর পতিত হয়। শিখ ছাত্রটিকে হুজুর এই উপদেশই দিয়াছিলেন যে, সে যেন খারাপ সঙ্গীর পাশে না বসে (অর্থাৎ তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে)। সে এই উপদেশ গ্রহণ করায় আপনা হইতেই তাহার সংশোধন হইয়া গেল। এই জন্যই কোরআন মজীদে আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন, যেন আমরা নেক লোকদিগকে আপন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করি অর্থাৎ সর্বদা নেক লোকের সংস্পর্শে থাকি। নেক লোকের পাশে বসিলে এবং তাহাদের সাথে মিলা-মিশা করিলে, তাহাদিগের নেক প্রভাব আমাদের উপর বর্ত্তিবে, ফলে আমরা নিজেরাও নেক হইয়া যাইব। ইহাই এই আদেশের উদ্দেশ্য।

অতএব মন্দ ছেলেদের নিকট হইতে দূরে থাকা এবং সৎ ও ভাল ছেলেদেরকে সঙ্গী করা

বিশেষ প্রয়োজন, ইহাই কোরআন মজীদের হুকুম। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-ও এই উপদেশ দিয়াছেন।

খারাপ সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল ও নেক সঙ্গীর সাথে মিলামিশা করা প্রত্যেক আহ্‌মদী ছেলে-মেয়েদের কর্তব্য। তাহা হইলেই সৎকাজে উন্নতি করিবার ক্ষমতা লাভ হইবে এবং ভবিষ্যতে বড় হইয়া ধর্মের সেবা করিতে পারিবে।

আল্লাহ্-তা'লা আমাদের সকলকে ও আমাদের ছেলে মেয়েদিগকে হুজুর (আঃ) এর এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করিবার তৌফিক দান করুণ এবং আমাদের হাফেজ ও নাছের হউন। আমীন।

[মাসিক (উর্দু) আনসারউল্লাহ্ হইতে।]

জুমআর খুৎবা

নিজেও দ্বিনের কাজে অংশ গ্রহন কর এবং অপরাপর ভাইদিগকেও কর্মতৎপর করিবার চেষ্টা কর।

আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, উহাদ্বারা অপরকেও উপকৃত কর।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আই:) ১৯২৯ সালের ১১ ই অক্টোবর এই খুৎবা পাঠ করিয়াছিলেন।

হযরত আকদাস সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :— মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মানুষের শক্তি সমূহ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কাহারও মধ্যে বেশী যোগ্যতা ও কাহারও মধ্যে কম যোগ্যতা থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে আল্লাহ্-তা'লা যেহেতু মানুষকে তাহার কার্যের জন্য দায়ী করিয়াছেন অতএব তাঁহার প্রেরিত সংবাদ যদি সে না শুনিত তাহা হইলে সে শাস্তির যোগ্য হইত। সুতরাং মানুষের মস্তিষ্কের ন্যূনতম যোগ্যতা রাখা হইয়াছে যাহার নীচে আর উহা নামে না। অবশ্য মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগল হইলে

হইলে পৃথক কথা। পৃথিবীতে আমরা যত জিনিষ দেখি তাহাদের সকলের মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। আকারের দিক দিয়া প্রত্যেক জিনিষের জন্য ছোট হইতে ছোট এবং বড় হইতে বড়র সীমা নির্দিষ্ট আছে। এই অবস্থা আমরা প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষের উচ্চতার দিকে নজর কর। দেখিবে খাট হইতে খাট হইয়া এক সীমার নীচে আর সে খাট হয় না। তেমনি উঁচু হইতে উঁচু হইয়া এক সীমার পরে আর উঁচু হয় না। কিন্তু এই দুই সীমার মধ্যে উচ্চতা বিভিন্ন হইয়া থাকে। যদি মানুষকে মাপিবার খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকিত তাহা হইলে দেখা যাইত যে, পৃথিবীতে এক মাপের দুই ব্যক্তি নাই। দৃষ্টি-শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কাহারও দৃষ্টি-শক্তি একান্ত কম এবং কাহারও খুব তীক্ষ্ণ। উভয় সীমার মধ্যে লক্ষ প্রকার দৃষ্টি শক্তি আছে। শ্রবণ-শক্তি সম্বন্ধেও একই অবস্থা। আবার মোটা এবং পাতলা হওয়ার বেলাও ঠিক একই নিয়ম দেখি। একজন অতিরিক্ত মোটা হয়; এমন যে তাহার অপেক্ষা আর বেশী মোটা হওয়া সম্ভব নয়; আবার একজন খুব জীর্ণশীর্ণ হয় এবং তাহার অপেক্ষা আর অধিক জীর্ণশীর্ণ কাহারও পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবর্ত্তি অবস্থায় হাজার হাজার রকম মানুষ পাওয়া যাইবে। মানুষের অঙ্গপ্রত্যেঙ্গেরও অনুরূপ অবস্থা। পৃথিবীতে অপরাপর বস্তুর মধ্যেও একই প্রকার তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক ফলের আকৃতির মধ্যেও বৈষম্য পাওয়া যায়। এক জাতীয় খুব ছোট আম হয় যাহার অপেক্ষা আর ছোট আম হয় না; তেমনি আর এক জাতীয় আম আছে যাহা হইতে বড় আম আর হয় না। মোট কথা প্রত্যেক জিনিষের জন্য আল্লাহ্-তা'লা এক সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে যে কোন বস্তুর ছোট হওয়ার দিকে এক সীমা ও বড় হওয়ার দিকে আর এক সীমা আছে। আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে বুদ্ধিরও এক গণ্ডি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধির এক সর্বনিম্ন সীমা আছে যাহা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। যেহেতু আল্লাহ্-তা'লা চাহেন যে, প্রত্যেক মানুষ যেন ইমান অর্জ্জন করে; অতএব ইমানের জন্য যদি বুদ্ধির নিম্নতম সীমা না রাখিতেন তাহা হইলে সকলে কর্ম-ফলের জন্য দায়ী হইত না। একমাত্র সেই ব্যক্তিই দায়ী হইত যাহার ইমানের বিষয়বস্তু তাহার বুদ্ধির আওতায় পড়ে। কারণ যে কোন কথা বুঝে না, তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রযুক্ত হয় না। সেইজন্য নিম্নতম বুদ্ধিকে ইমানের জন্য মাপ-কাঠি করা হইয়াছে। ইমানের অন্তর্বর্ত্তি বহু স্তর আছে। তদনুযায়ী কেহ অতিরিক্ত বুদ্ধিমান এবং কেহ স্বল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট। বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী মানুষের কাজের মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে। মানুষ হিসাবে কেহ খুব বড়, কেহ মাঝারি

অবস্থার এবং কেহ সাধারণ স্তরের। মানুষে মানুষে তারতম্যের মূলে বুদ্ধির দখল রহিয়াছে যাহা তাহার স্বভাবজাত। এখন আমি এই তর্কের মধ্যে যাইতে চাহি না যে, মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতম্যের কারণ কি, যাহার জন্য কেহ বড় হইয়া যায় আবার কেহ একেবারে সাধারণ হিসাবে থাকিয়া যায়। আমি এখন এই প্রশ্নের মধ্যেও যাইতে চাহি না যে, ইহা ন্যায় কি অন্যায়। ইহা এক পৃথক আলোচনার বিষয়। এখন আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, তারতম্য আছে এবং সেইজন্য প্রত্যেকের নিকট একরকম কাজের প্রত্যাশা করা যায় না। অবশ্য আমরা ইহা আশা করিতে পারি যে প্রত্যেকে ইমান আনুক। কিন্তু আমরা ইহা আশা করিতে পারি না যে, সকলে এক স্তরের মুমেন হইয়া যাইবে।

অবশ্য কোরআন মজিদে এই প্রশ্ন করা হইয়াছে যে মানুষ কেন ইমান আনে না; কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এর ন্যায় মুমেন সকলে কেন হয় নাই এই দাবী করা হয় নাই। হযরত রসুল করিম (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "হে আল্লাহ্‌র রছুল! নামায কি পরিমাণ ফরজ করা হইয়াছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "পাঁচ"! আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "মাত্র পাঁচ?" তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ'।" এই ভাবে সে রোজা এবং জাকাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল। সকল বিষয় অবগত হইয়া সে বলিল, "আমি ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিব না।" তিনি বলিলেন, "তুমি যদি এতখানি কর, তাহা হইলে তুমি জান্নাতবাসী হইবে।" এই ঘটনা হইতে জানা যায় যে, ইসলাম সকলের নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) এর ন্যায় ইমানের দাবী করে না। অবশ্য এ বিষয়ে উদাত্ত আহ্বান জানানো হইয়াছে, কিন্তু আদেশ দেওয়া হয় নাই। কারণ এই সব মর্যাদা যোগ্যতা অনুযায়ী লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু মানুষের যোগ্যতার মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে, সেইজন্য ন্যূনতম বুদ্ধি অনুযায়ী ইমানের দাবী করা হইয়াছে, যাহা প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে। সকলের নিকট ইমানের উচ্চতর দরজার দাবী করা হয় নাই। শুধু উহার দিকে ডাক দেওয়া হইয়াছে, আদেশ করা হয় নাই। যে কেহ উক্ত মর্যাদা লাভ করিতে পারে পারুক। মোটকথা এই তারতম্য সর্বত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুনিয়ায় দেখিতে পাই যে, দুর্বল ব্যক্তি সদা নিজের জন্য অবলম্বন খুঁজে।

এই তারতম্যের ভিত্তিতে কেহ যোগ্যতা-বশতঃ আগাইয়া যায় এবং ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য

অনেকের অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক ছাত্র নিজে নিজেই পাঠ শিখিয়া ফেলে এবং অনেকে নিজে পড়িতে পারে না, কিন্তু শিক্ষকের সাহায্যে পড়া শিখিয়া লয়। আবার এমন অনেক ছাত্র আছে যাহাদিগকে শুধু পড়াইয়া দিলেই হয় না, বারে বারে বলিয়া দিলে পর তাহারা পড়া শিখিয়া লইতে পারে, আবার এমন ছাত্রও আছে, যাহাদিগকে শিক্ষকেও পুরাপুরি ভাবে পড়া শিখাইতে পারে না। এইসব ছাত্র এক সীমা পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং সাধারণ বোলচাল শিখিতে পারে; কিন্তু ইহার বেশী শিখিতে পারে না। আফ্রিকায় একজাতি আছে, তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিখাইলে তাহারা অল্পকাল মধ্যেই ভুলিয়া যায়। মাত্র কয়েকটি শব্দ স্মরণ রাখিতে পারে। ইহার বেশী পারে না, কারণ তাহাদিগের মস্তিষ্কের কোষ এমনইভাবে তৈরী যে, উহার অতিরিক্ত কথা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এইরূপ বিভিন্নস্তরের মানুষের জন্য এইরূপ শিক্ষক থাকা প্রয়োজন যাঁহারা নিজেদের স্কন্ধে দুর্বলদিগকে উন্নত করিবার ভার তুলিয়া লইয়া, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছিবার জন্য সাহায্য করিবে। কোরআন করীমের ولتكن منكم امة يدعون الى الخير অর্থাৎ "এবং তোমাদিগের মধ্যে যেন সদা একদল লোক থাকে যাহারা মানব জাতিকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান জানায়।" আয়েতে পূর্বে লিখিত উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এখানে এই আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, এই কাজের জন্য সকলকে নিযুক্ত করা যাইতেছে; পরন্তু এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তোমাদের মধ্যে এমন এক জমআত থাকে যাহারা জনসাধারণকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদিগের হিতসাধন করিবে। কিন্তু সকলে সমভাবে হিতসাধন করিতে পারে না। কেহ কেবল নিজকে বাঁচাইবার মত সাঁতার জানে এবং কেহ নিজের প্রাণ বাঁচাইবার সামর্থ রাখে না। আবার এমন লোকও আছে, যে অপরের প্রাণও বাচাইতে পারে। অপরের প্রাণ বাঁচান ইহাদের কর্তব্য। অনেক সময় জাহাজ এমনস্থানে ডুবিয়া যায় যেখান হইতে তীর দূরে অবস্থিত। কেহ এমন থাকে যে, সাঁতার জানে কিন্তু তাঁহার এতখানি দম নাই যে, সে কিনারায় পৌছিতে পারে। অতএব যাহারা সাঁতার জানে তাহাদের কর্তব্য যেন পূর্বোক্তগণকে কিনারায় পৌছাইয়া দেয়। সেই জমআত সফলতা লাভ করিতে পারে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারে, যাহার শক্তিমান পুরুষগণ তাহাদিগের দুর্বল ভাইদিগের উপকারে লাগে এবং ঈদৃশভাবে জমআতের মানকে উর্ধ্বে উঠাইতে থাকে।

কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলিতে হইতেছে যে, আমাদিগের জমআতে এখনও

এই চেতনা জাগ্রত হয় নাই। অধিকাংশ লোক মনে করে, "যেমন আমি ওয়াজ নছিহত শুনি এবং পবিত্র কোরআন ও মসিহে মাউদের কেতাব পড়ি সেইরূপ অন্যেরাও পড়ে ও শুনে।" এবং ইহার ভিত্তিতে আপন দুর্বল ভাইদের সম্বন্ধে তাহাদিগের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, যাহারা পবিত্র কোরআন মজীদ, হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) এবং খলিফার কথা মানে নাই, তাহারা তাহাদিগের কথা কি ভাবে মানিবে। বস্তুতঃ তাহারা মানিবার জন্য প্রস্তুত থাকে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এতখানি যোগ্যতা নাই যে, তাহারা বিনা অবলম্বনে খাড়া হয়। স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাহারা অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে। তাহাদিগের আধ্যাত্মিক স্মৃতিশক্তি এতখানি সতেজ নহে যে, তাহারা নিজে নিজে সব কথা স্মরণ রাখে। এইজন্য আমাদের জমআতের যে সব বন্ধু কর্মশক্তিতে অগ্রগামী, তাহারা যেন আপন আপন প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী এবং গ্রামবাসীদেরকে স্মরণ করাইবার জন্য সততঃ মনোযোগী থাকে। তিনচারদিন আগের একটি ছোট দৃষ্টান্ত আমি শুনাইতেছি। একদিন আমি যখন এশার নামায পড়িতে আসিলাম, তখন অল্প সংখ্যক লোককে হাজির দেখিলাম। মাত্র দুই সারি লোক ছিল। আমি মাত্র এতটুকু বলিয়াছিলাম বন্ধুগণ যেন আপন আপন প্রতিবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার চেষ্টা করে। আমি দেখিলাম দ্বিতীয়দিন হইতে মুসল্লীগণের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাকিদের পর যাহারা আসিতে আরম্ভ করিল তাহারা ইহা জানিত যে, নামায অবশ্য পাঠ্য এবং জমআতে পড়া উচিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এতখানি ক্ষমতা ছিল না যে তাহারা উহা স্মরণ রাখে। অন্যেরা যখন উহা স্মরণ করাইয়া দিল তখন তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি পূর্বেও কিছুদিন হইতে এই বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেছিলাম এবং এই ঘটনার দ্বারা আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গেল যে, অল্প সাহায্যের দ্বারা দুর্বল ব্যক্তি শৈথিল্য পরিত্যাগ করিতে পারে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন—

لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم

ان عذابي لشديد -

অর্থাৎ, যদি আল্লাহর দানের মর্যাদা না কর, তাহা হইলে শাস্তি পাইবে।' সুতরাং এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি প্রত্যেক জায়গায় এরূপ লোক তৈয়ার হইয়া যায় যাহারা অপরকে তাহাদিগের কর্তব্য স্মরণ করাইতে থাকে তাহা হইলে খুব শীঘ্র আমাদিগের জমাআত উন্নতি করিতে পারিবে।

ইহা ভুল কথা যে, কোন বস্তু হইতে প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে উপকৃত হয়। সকল মানুষ

সূর্য ও বাতাস হইতে একভাবে আলো বাতাস পায়; কিন্তু একজন কালো এবং একজন গৌরবর্ণ, কেহ মোটা এবং কেহ জীর্ণ-শীর্ণ, কি কারণে হয়? সত্যকথা এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। কেহ কথা শুনিয়া যায়; কিন্তু তাহার বোধশক্তি কম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্পঞ্জ, ফিনাএল, তুলা এবং মলমল কাপড়ের উপর পানি ঢালিলে দেখা যাইবে ইহাদিগের শোষণ করিবার ক্ষমতা পৃথক। অথচ প্রত্যেকের মধ্যে সমানভাবে পানি ঢালা হইয়াছে। অনুরূপভাবে উপদেশ মূলক একই বক্তৃতার মজলীসে যাহারা বসিয়া থাকে তাহারা সমভাবে উপকৃত হয় না। কাহারও কানে শব্দ কম পৌঁছে এবং কাহারও কানে বেশী পৌঁছে। কারণ কাহারও শ্রবণশক্তি কম এবং কাহারও মনোযোগের অভ্যাস একান্ত কম। দেহ তাহার মজলীসে হাজির থাকে; কিন্তু মন তাহার অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। এখুনি চারিদিকে নজর ফিরাইয়া দেখ, কেহ মনোযোগ সহকারে উপদেশ শুনিতেছে, কেহ এদিক ওদিক তাকাইতেছে এবং কেহ ঘুমে ঝিমাইতেছে। সুতরাং ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না যে, সকলে সমানভাবে আমার কথা শুনিতেছে। তাহাদিগের শোনার মধ্যে পার্থক্যের জন্য তাহাদিগের উপকার লাভের পরিমাণের মধ্যে তারতম্য হইবে। এইভাবে কেহ বেশী পরিমাণে উপকৃত হয় এবং কেহ কম পরিমানে উপকৃত হয়। মনোযোগের মধ্যে পার্থক্যের জন্য এরূপ হয়। ইহাছাড়া যোগ্যতার মধ্যেও তারতম্য আছে। একই সংবাদ দশজন ব্যক্তিকে পৌঁছাইয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে উহা শুনিলে বর্ণনার মধ্যে গরমিল দেখা যাইবে। সুতরাং প্রথমতঃ শ্রোতার সংখ্যা কম এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রোতার মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা আরও কম।

সুতরাং আল্লাহ্-তা'লা যাহাকে শুনিবার, বুঝিবার এবং তদনুযায়ী আমল করিবার শক্তি দিয়াছেন, তাহার কর্তব্য সে যেন অপরের সম্বন্ধেও খেয়াল রাখে।

একত্রে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় সাঁতার না জানা সঙ্গীর প্রতি খেয়াল রাখা হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা দুর্বল এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে দুর্বলতা দেখায় এবং ধর্মীয় কাজে কম অংশ গ্রহণকারী বা যাহারা একেবারেই অংশ গ্রহণ করে না, তাহাদিগের প্রতি কেন দৃষ্টি রাখা হয় না? ইসলাম প্রত্যেক মোমেনের জন্য ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে, যেন সে অপরকেও নিজের সঙ্গে অগ্রগামী করিতে সচেষ্ট থাকে। ইহা এরূপ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদমূলক শিক্ষা যে, ইস্‌লাম ছাড়া কুত্রাপি ইহা দৃষ্ট হয় না। ইহা সকলের মধ্যে এমন সংযোগ ও সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে যাহা সকল সম্বন্ধ

হইতে সুদৃঢ়। এক ব্যক্তি নামাজ পড়িতে আসিবার সময়ে ভাবে, না জানি আমার প্রতিবেশী ঘুমাইয়া আছে এবং তজ্জন্য সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সোজা মসজীদে না যাইয়া প্রথমে প্রতিবেশীকে ডাক দেয় এবং তাহার ডাকে প্রতিবেশীও নামাজে হাজির হয়। ইহার ফলে সে তাহার প্রতিবেশীর নামাজের জন্যও সমান পুণ্যলাভ করিবে। হযরত রসুল করীম (সঃ) বলিয়াছেন, কাহারও পথ প্রদর্শনে যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, তাহার পুণ্যের অনুরূপ অংশ পথ প্রদর্শনকারী পাইবার অধিকারী হয়। সুতরাং কাহাকেও নামাজে ডাকিবার ফলে দুই নামাজের পুণ্য লাভ হয়। যদি কেহ দুই বা তিন ব্যক্তিকে ডাকিয়া নামাজে শরীক করে, তাহা হইলে মসজিদে নামাজ পড়িবার পুণ্য আগে হইতেই বেশী আছে, তদুপরি দুই, তিন বা চতুর্গুণ পুণ্যের অধিকারী হইয়া যাইবে।

এই ভাবে এক ব্যক্তি চাঁদা দিতে থাকে। তাহার মনে পড়ে যে, তাহার প্রতিবেশীর দিকট আজ টাকা আছে। হয়তো আগামী কাল খরচ করিয়া ফেলিবে। সেইজন্য সে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং সেও চাঁদা দিয়া ফেলে। ইহাতে প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তির চাঁদা দেওয়ার পুণ্যের অধিকারী হইল। এই ভাবে যতজন লোককে দিয়া সে চাঁদা দেওয়াইবে, সে ততজনেরই পুণ্য অর্জন করিবে। এইরূপ ছোট কাজ দ্বারাও মানুষ অনেক উন্নতি করিতে পারে। অল্পক্ষণ যোগ দিয়া প্রতিবেশীর ও যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদিগকে সৎকার্যের জন্য প্রেরণা দিলে অভূতপূর্ব শুভফল লাভ করা যাইতে পারে। একদিকে ধর্মের কাজে উন্নতি সাধিত হইবে এবং অপর দিকে পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

সুতরাং যাহাকে আল্লাহ্-তা'লা ক্ষমতা দিয়াছেন, সে যেন এদিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখে। এই ক্ষমতার নিদর্শন এই যে, তাহার নিজেরও ঐ কাজ করার সৌভাগ্য হয়। যদি ফজরের নামাযে কাহারও শামিল হওয়ার সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে অপরকেও ডাকিয়া ফজরের নামাজে শামিল করিবার ক্ষমতা রাখে। অতএব ইহা তাহার কর্ত্তব্য, যেন সে তাহার প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া ঘুম হইতে উঠায়। কারণ হইতে পারে তাহাদের মধ্যে কেহ ঘুমাইয়া আছে। এই ভাবে আরো বহু কাজ আছে যাহার মধ্যে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বাকী সূক্ষ্ম শক্তির বিষয়ে মানুষ নিজেই অবগতি লাভ করে। তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হয় এবং যখন তাহার জন্য আধ্যাত্মিক জানালা খোলা হয় তখন সে নিজেই নিজের অবস্থা বলিয়া দেয়।

সুতরাং আমি বন্ধুগণকে বলিতে চাই যে তাহারা কেবল নিজেরাই ধর্মের কাজে উদ্যমশীল

হইবে তাহা নয়, পরন্তু অপরকেও তাহারা উন্নমশীল করার চেষ্টা করিবে। কাহারও দ্বারা যতজন সংশোধিত হইবে, সে তত জনেরই পুণ্যলাভ করিবে। অপরকে বাদ দিয়া কেহ যদি শুধু নিজের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদিগকেই সতেজ করিয়া তুলে তাহা হইলে সে উহার জন্যও পুণ্যের অধিকারী হইবে।

আমার মনে হয় এমন কোন জামাত নাই যেখানে এই কাজ করার জন্য অন্ততঃ লোক পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জামাতে যদি অন্ততপক্ষে একজন করিয়া এইরকম লোক খাড়া হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজের নিজের জামাতকে খুব কর্মতৎপর করিয়া তুলিতে পারিবে। জামাতের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারীকে যে এইরূপ হইতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। আল্লাহ্-তা'লা যাহার মধ্যে কাজের ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই যেন এই কাজ করে। আমি দেখিয়াছি যেখানেই কোন কর্মপটু ব্যক্তি গিয়াছে, সেখানকার জামাতের মধ্যেই নব-জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই বিষয়ে খেয়াল করা হয় না। প্রত্যেকেই মনে করে যখন সকলেই ওয়াজ শুনিতেছে এবং সংবাদ-পত্র পড়িতেছে তখন মানুষকে আবার বুঝাইবার কি প্রয়োজন? অথচ অনেকে এমন আছে যাহাদের পড়াশুনা দ্বারা কোন উপকার হয় না। তাহাদিগকে জাগাইবার দরকার রহিয়াছে। অতএব আমাদের কর্তব্য এই যে, আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহারা যেন অপরের উপকার করিতে যত্নবান হয়। ইহাই সাম্যবাদ—যাহার শিক্ষা ইসলাম দিয়াছে। সাম্যবাদের এই অর্থ নয় যে, জাতির সমস্ত সম্পদকে একত্রিত করিয়া সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দাও। বরং ইহার অর্থ এই যে, যাহার মধ্যে কোন শক্তি ও গুণ আছে সে যেন উহার দ্বারা অপরকে উপকৃত করে।

অতএব আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যদি পুণ্য অর্জন করার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখে, তাহাহইলে জামাতের মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন আসিবে, যাহা দেখিয়া জগতবাসী বিস্মিত হইবে। যাহাদিগকে আল্লাহ্-তা'লা যে কোন প্রকার

সৎকর্ম ও কোরবানী করিবার সৌভাগ্য দিয়াছেন, তাহাদিগের কর্ত্তব্য সেই সৎকর্মে যেন অন্যকেও শামিল করিবার চেষ্টা করে এবং এইভাবে সমস্ত জামাতকে এক পর্যায়ে আনিবার জন্য যত্নবান হয়। আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগকে এবং আমাকে যেন এই সৌভাগ্য দেন। আমিন, ইয়া রাব্বুল আলামিন। (হে বিশ্ব-পালক)।

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

[ইং ১৯৬৩ সালের ৮ই মে তারিখে উর্দ্দু 'আল-ফযল' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু। (কোরআন)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

কেন এমন হোল?

বৃটিশ সমর-মন্ত্রী মিঃ প্রফুমা ও প্রমোদ-বালা মিস্ কিলার সংক্রান্ত যৌন-কেলেংকারীর ঘটনাবলী দুনিয়া জুড়ে এক বিরাট আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। সমর মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা হতে ইস্তেফা দিতে হয়েছে; বর্তমান সরকারকে টলটলায়মান করে তুলেছে। যাক, এসব বিষয় নিয়ে সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে নানাদিক থেকে আলোচনা হচ্ছে। এই কেলেংকারীর যবনিকাপাত হওয়ার আগেই আবার শুনা যাচ্ছে যে, জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তরে মাকি প্রমোদবালাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে চলছে। তাতে জাতিপুঞ্জের কূটনীতি নানা দিক থেকে পঙ্গিলতার কৌটিল ফাঁদে বিষিয়ে উঠার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। প্রমোদ-

বালাদের মধ্যে বহু দেশের উচ্চস্তরের নেতাদের আত্মীয়ারাও আছে।

এসব ঘটনাবলী হতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় এবং আন্তরজাতিক নেতাগণও যৌন অনাচারের শিকারে পরিণত হয়ে তাদের জাতীয় স্বার্থ, আন্তরজাতিক আদর্শ ইত্যাদিকে অকাতরে বলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করছেন না। এমনি মোহ ও মায়াময় তাদের আবেদন! এই আবেদনের চক্রে পড়ে নেতাদের ধারাল বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, সব যেন ভূয়া হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং সামাজিক জীবনে অনুরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হলে সাধারণ লোকের নৈতিক জীবন যে বিষিয়ে উঠতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা বলতে চাই যে, সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে নৈতিক জীবনের মানকে ব্যক্তি-জীবন হতে আলাদা করে দেখলে হবে না। অনেকে মনে করে ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিকতা নিয়ে সমাজের মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন নেই; শুধু সমষ্টি জীবন নিয়েই কাকেও বিচার করতে হবে। বস্তুতঃ মানুষের ব্যক্তি-জীবনকে সমষ্টি-জীবন হতে আলাদা করা সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনকে কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে তুলতে হয়। ঐ আদর্শকে ইচ্ছামত স্বীকৃতি দিয়ে আবার হীন স্বার্থে তা বলি দিলে চলবেনা। কথাটা আরো বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। সবদিকে আমরা যদি যৌন জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিবাহকে স্বীকৃতি দেই, আবার যৌন জীবনের একঘেয়েমী (?) দূর করার জন্য প্রমোদবালাদের আখড়ায় হাজিরাকে 'ব্যক্তিগত জীবন' বলে 'তেমন কিছু' মনে না করি তবে সমাজ হতে যৌন অরাজকতা কখনও দূর করা সম্ভব হবে না। কোন দেশে তা কখনও সম্ভব হয়নি—যতই সভ্যতার বড়াই করা হউক না কেন।

এসব দিক থেকে বিচার করলে যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা দিয়েছে, তা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। মানব প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই ইস্‌লাম স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তা'ছাড়া বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছে—এজন্য তাগিদ দিয়েছে এবং বৈবাহিক জীবনকে শুভ সুন্দর করে গড়ে তোলা স্বামী স্ত্রীর পবিত্র দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছে। একে অন্যের প্রতি শুধু যে সহনশীল হবে, একে অন্যকে ভালবাসবে তাই নয়—একে অন্যের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্তও থাকবে। বিশ্বস্ত থাকবে—আল্লাহ্ রছুলের শিক্ষা ও আদর্শের উপর। ইস্‌লাম অবাধ যৌনমিলনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে এবং এজন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। অনেকে ইস্‌লামের এইসব শিক্ষাকে হাসি ঠাট্টা করে থাকেন নিতান্ত সেকেলে বলে। তাদেরকে আমরা

বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, তথাকথিত অত্যাধুনিক যৌন কেলেংকারী আজকে বৃটিশের জাতীয় জীবনের ভিত্তিকে কাপিয়ে তুলে নাই কি? পর্দার অন্তরালে, এমনি করে আরো কত জাতির সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে কে জানে? ইস্‌লাম সারা বিশ্বের মংগলের জন্য এসেছে। সুতরাং আমরা সব জাতির নিকটেই আবেদন করব—সমষ্টি-জীবনকে ক্লেদ-মুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য ইস্‌লামের শিক্ষাকে নতুন ভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য। আর এদেশের লোক যারা পশ্চিমী অবস্থায় ভেসে যাওয়ার মধ্যেই নিজেদের উন্নতি, অগ্রগতি ও মুক্তির চাবি-কাঠি মনে করেন, তাদেরকেও অনুরোধ করব—মানুষ অনুকরণ করে সত্য; কিন্তু বানরের মত অনুকরণে তার আদর্শ ধ্বসে যায়, মনুষত্ব খসে যায়। এসব যেন তারা ভুলে না যান।

দেরিতে হলেও ভাল—তবে স্থায়ী প্রচেষ্টা হবে কি?

ইদানিং মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী আবেদন করেছেন যে, পাকিস্তানে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার কার্য খুব বেড়ে চলেছে। তিনি তাদের কার্যাবলীতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তার কথায় বুঝা যায় যে, তাদের প্রচার কার্য যেন দৌরাত্মের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে এবং ইহা এদেশের মুসলমান ও অন্যান্য জাতির জন্য খুবই অমংগলের কারণ হয়ে উঠেছে। তিনি এই দৌরাত্মের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বগুড়ার পাঁচবিবি থানাতে একটি ট্রেনিং কেন্দ্রও খুলেছেন। এখানে ট্রেনিং দিয়ে তিনি এমন লোক সৃষ্টি করতে চান যারা এই বিপদের সম্মুখীন হতে পারবেন। তিনি দেশবাসির নিকট সহযোগিতার জন্যও আবেদন করেছেন। আশা করি তাঁর শুভ আহ্বানে প্রয়োজনীয় সাড়া মিলবে।

এখানে কয়েকটি বিষয় আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। ইস্‌লামকে আল্লাহ্-তা'লা সারা বিশ্বের জন্য রহমত রূপে প্রেরণা করেছেন। এই রহমতকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্বও ছিল মুসলমানদের উপর। এই দায়িত্ব পালনে মুসলমানেরা চরম গাফলতি দেখিয়েছে এবং এই গাফলতির ফলেই আজ তার ঘরও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ইসলামের এমনি জীবনী-শক্তি আছে যে, ইহা যে কোন দেশ ও জাতিকে আকৃষ্ট করতে পারে—তাদের সম্মুখে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের বাস্তব আদর্শ তুলে ধরে।

বস্তুতঃ আহ্‌মদী জামাত এই সত্যকে দুনিয়ার সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। বহু খৃষ্টান মুল্লুকে তারা মিশন কায়েম করে, তৃত্ববাদের কেন্দ্রগুলোতে সুমধুর আজানের ধ্বনি

তুলেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় বহু খৃষ্টান ভাই-য়েরা সত্যের সন্ধান পেয়ে ইসলামকে গ্রহণ করেছেন ও ইস্‌লাম প্রচারে নিজেরা জান মাল দিয়ে সাহায্য করছেন। তাদের চেষ্টায় অনেকস্থানে মসজিদ কায়েম হচ্ছে। বহুস্থানে বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে খৃষ্টান মিশ-নারীগণ আহ্‌মদী প্রচারকদের মোকাবেলায় বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। এমন কি তাঁরা স্বীকার করছেন যে, 'আফ্রিকার ভবিষ্যৎ ১৪ শত বৎসর পূর্বেকার আরবের এক উঠ পরিচাল-কের দ্বারা নির্দ্ধারিত হচ্ছে।'

যাক, সে কথা। আমরা আশা করব যে, মৌলানা সাহেবের এই প্রচেষ্টা যেন আবেদন নিবেদনে সীমাবদ্ধ না থেকে, একটি স্থায়ী রূপ নেয়। এই মহান কাজে আহ্‌মদীয়া জামাতের অভিজ্ঞতা আছে—মৌলানা সাহেব যদি তা কাজে লাগানোর জন্য উদার দিল নিয়ে এগিয়ে আসেন তবে সহজেই অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

খৃষ্টান ভাইদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য এই জামাতের নিকট যে যুক্তি ও সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে, তা আর কোথাও খুঁজে পাবেন না বলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খৃষ্টান মিশনারীগণ প্রচার কাজে যে সব পন্থা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে কলমের কাজটিই সব চেয়ে বড় ও ব্যাপক অর্থাৎ তারা বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা এত ব্যাপকভাবে প্রচার করেন যে, ইহার তুলনা হয় না।

তাঁরা যেমনি খৃষ্টান ধর্মের মহিমা গান, তেমনি ইস্‌লাম ও অন্যান্য ধর্মের নামে প্রচুর পরিমাণে অসত্য ও কুৎসাও রটনা করেন। এজন্য তাঁরা আধুনিক প্রচার বিজ্ঞানকে ব্যপকভাবে কাজে লাগান। সুতরাং তাঁদের সম্মুখীন হতে আমাদিগকে পুরাণ ধরনে কোরআন বুঝালে হবে না। তা'ছাড়া কোথাও ধৈর্য হারালে চলবে না। সত্যকে আন্তরিকতা দিয়ে সহজ সরল ভাবে জন-সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। সর্বোপরি ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে ইস্‌লামি আদর্শকে রূপায়িত করতে হবে। এ সবকে বাদ দিয়ে 'খৃষ্টানি ফাঁদ'কে ছিন্ন করা যাবে না—এই সত্য সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে।

এদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে আহ্‌মদী জামাতই উচ্চ আদর্শ কায়েম করতে সমর্থ হয়েছে।

পরকাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

—মৌলবী মোহাম্মাদ

জন্মান্তরবাদ

বৌদ্ধগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাহাদিগের ধারণা, আত্মার মধ্যে যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্খা, বাসনা, কামনা ও আসক্তি থাকে ততদিন পর্যন্ত তাহার মুক্তি নাই। মরণের সময়ে যাহার মনে কিছুমাত্র বাসনা থাকিয়া যায়, তাহাকে উহার জের মিটাইবার জন্য পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই ভাবে যতদিন পর্যন্ত না আত্মা বাসনা মুক্ত হয় ততদিন পর্যন্ত তাহাকে বারে বারে জন্মগ্রহন করিতে হয়। হিন্দুদিগের মতে আত্মাকে পাপের জের টানিবার জন্য পূর্ব-জন্মের ছকে পড়িতে হয় এবং বৌদ্ধদিগের মতে আত্মাকে বাসনার জের টানিবার জন্য জন্মান্তরের চক্রে পড়িতে হয়। তাহারা প্রত্যেক বাসনাকেই পাপ বলিয়া মনে করে; সুতরাং উভয় মতবাদেই আত্মার বারে বারে জন্মের চক্রে পড়ার ভিত্তি মূলতঃ একই। তবে হিন্দুদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের প্রভেদ এই যে, হিন্দু ধর্মানুযায়ী মানুষকে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি রূপেও জন্ম লইতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধগনের মতে মানুষকে জন্মান্তরের চক্রে শুধু মানুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাহাকে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করিবার দূর্ভোগ ও লাঞ্ছনা ভুগিতে হয় না। ইহাই জন্মান্তরবাদ।

যখন আত্মার সকল বাসনা, কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির অবসান ঘটে, তখন মরণের পর আর তাহাকে জন্ম লইতে হয় না। সেদিন তাহার মুক্তি। তাহার মধ্যে সেদিন আর কোন বাসনার জের থাকে না। ইহাকে নির্বাণ লাভ বলে। হিন্দুশাস্ত্র মতে আত্মার মধ্যে পাপের কিছু জের থাকিয়া যায় এবং তাহার মুক্তি হয় সাময়িক। কিছুকাল স্বর্গভোগের পর আবার তাহাকে পুনর্জন্মের চক্রে পড়িতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মতে নির্বাণ লাভের পর আত্মাকে আর জন্ম-চক্রে পড়িতে হয় না। তাহার চিরমুক্তি লাভ হয়। কিন্তু নির্বাণ লাভের অবস্থার স্বরূপ কি এবং তাহার পর আত্মার কি হয়, এ সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের কোন ধারণা নাই।

পুনর্জন্ম মতবাদের বিপক্ষে যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশ জন্মান্তরবাদের বিপক্ষেও প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এই সকল বিষয়ের আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই।

বাসনার জের :

বাসনার জের যদি জন্মান্তরের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অযথা মানুষকে জন্মান্তরের চক্রে না ফেলিয়া, তাহার চিরকাল বাঁচিয়া থাকার বাসনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই পৃথিবীতেই তাহাকে অমর করিয়া দেওয়া উচিৎ ছিল। জন্মান্তরের অপ্রাকৃতিক চক্রে ফেলিয়া তাহার সময়, শক্তি ও জ্ঞান নষ্ট করার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? তাহা বুদ্ধির অগম্য নয় কি?

জন্মান্তরের অক্ষয় চক্র :

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বাচিয়া আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার আত্মা কোন না কোন ইচ্ছা, আশা বা আকাঙ্খার আসনে অধিষ্ঠিত এবং মরণের সময়ে বহু বাসনার সহিত তাহার না মরিবার ইচ্ছা প্রবলতম আকার ধারণ করে। সাধুগণ নিশ্চিত অমর জীবনের আশা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে এবং সাধারণ ব্যক্তি মরণ এড়াইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আকুল হয়। যখন প্রত্যেক আশা বা ইচ্ছাই পাপ এবং উহার ফল জন্মান্তর, সুতরাং জন্মান্তরবাদ মতে সাধু বা সাধারণ ব্যক্তি কাহারও মুক্তির উপায় নাই। অনন্তকাল চির জন্মান্তরের চক্রে সকলকেই ঘূর্ণায়মান থাকিতে হইবে।

নির্বাণ লাভের লক্ষ্য ব্যর্থ :

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য হইল নির্বাণলাভ। কিন্তু আমরা উপরেই আলোচনা করিয়াছি যে, তাহাদিগের মতে ইহার জন্য আত্মাকে সকল বাসনা কামনা হইতে মুক্ত করিতে হয়। এই শর্ত এমন অপ্রাকৃতিক যে. নির্বাণ কামী এক বৌদ্ধের জন্য কোন মুহূর্তে কোন কিছু করা ও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার পর ঐ ডাকে সাড়া দিবার জন্য তাহাকে হয় বিছানা ছাড়িবার ইচ্ছা করিতে হইবে, না হয় সে ডাককে চাপা দিবার জন্য তাহাকে শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। উভয় অবস্থাতেই সে ইচ্ছার কবলে যাইয়া পড়ে। তাহার ক্ষুধা লগিলে, প্রাকৃতিক নিয়মে আহারের জন্য তাহার যে ইচ্ছার উদয় হয়, উহাকে লইয়া সে কি করিবে? না খাইলে ক্ষুধার শান্তি হয় না এবং পীড়া বোধ করিতে থাকে এবং খাওয়ার ইচ্ছা উদয় হইতে দিলে এবং প্রকাশ করিলে তাহার নির্বাণ লাভ হয় না। এমন সময় যদি কেহ তাহাকে খাইবার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলেই বা সে কি বলিবে? যদি বলে যে, সে আহার করিবে, তাহা হইলে তাহার খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া যায় এবং যদি বলে সে খাইবে না, তাহা হইলে তাহার না খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া পড়ে। উভয় অবস্থায় তাহার নির্বাণ লাভের সুযোগ নষ্ট হইয়া যায়। কাহারও বিবাহের বয়স হইয়া

থাকিলে, সে বিবাহ করিবে বলিতে পারে না এবং করিবেন না, তাহাও বলিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে মৌন থাকিতে হইবে। আবার জোর করিয়া যদি কেহ বিবাহ দিতে চায়, তবুও বিবাহ উপলক্ষে যে সব মন্ত্রাদি পড়িতে হয়, উহার মধ্যে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিবাহ হইতে তাহাকে বিরত হইতে হইবে এবং বংশ রক্ষার আশায় তাহাকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। কেহ মরিয়া গেলে তাহার লাশ লইয়াও একই বিপদ দেখা দিবে। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে, কি করিবে না? মোট কথা তাহাকে প্রত্যেক মুহূর্তে প্রতি বিষয়ে মৌন, অচল ও অনড় হইয়া অচিরকাল মধ্যে এরূপ মৃত্যু বরণ করিতে হইবে যাহা আত্মহত্যার নামান্তর হইবে। যদি সকল বৌদ্ধ একযোগে নির্বাণ লাভের কামনা করিয়া বসে, তাহা হইলে বৌদ্ধ জাতির সকল কাজ কারবার একদিনেই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবী হইতে জাতি-গত ভাবে একদিনেই তাহাদিগের বিলোপ সাধন হইবে। বুদ্ধদেব যেহেতু স্বয়ং ধর্মের উৎকৃষ্ট আদর্শদাতা ছিলেন এবং তাহার শিষ্য গণও তাহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, অতএব জন্মান্তরবাদের শিক্ষা সত্য হইয়া থাকিলে নির্বাণ-লাভের জন্য নিশ্চয়ই তাহারা মিলিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরূপ হইয়া থাকিলে, বৌদ্ধগণের সংখ্যা জগতে না বাড়িয়া, বহুকাল পূর্বেই জগত বৌদ্ধশূন্য হওয়া উচিৎ ছিল। বিশেষ করিয়া বহুকাল যাবৎ বৌদ্ধদিগের প্রচার ও নূতন লোকের দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। ইহা সত্বেও বৌদ্ধগণ আজ কোন সূত্রে জগতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের শিক্ষা কি তবে বিফল হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? কামনা মুক্তির শিক্ষা কি বৌদ্ধগণকে অধিকতর কামনাজালে আবদ্ধ করিয়া জন্মান্তরের চক্রে ঘূর্ণায়মান করিয়া ফেলিয়াছে? ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! নির্বাণের দ্বার কি তাহাদিগের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল?

নির্বাণলাভের পরও বুদ্ধদেবের অনির্বাণ অবস্থা:

বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধদেব স্বীয় জীবদ্দশাতেই নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে আহার করিতে, নিঃশ্বাস ফেলিতে ও অপরাপর নিত্যক্রিয়া করিতে হইয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি সবই ইচ্ছা বা বাসনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ এই মর জগতে নশ্বর দেহকে ইচ্ছাতরী ব্যতিরেকে জীবন প্রবাহের উপর ভাসমান রাখা যায় না। বুদ্ধদেবের যখন ক্ষুধা লাগিয়াছে, তখন তাহার আহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে এবং তিনি আহার করিয়াছেন। যখন ঘুম পাইয়াছে, তখন ঘুমাইতে ইচ্ছা হইয়াছে এবং তিনি ঘুমাইয়াছেন। শিষ্যগণকে ধর্মকর্মে মজবুত ও উন্নত করিবার জন্য তাহার মনে সতত বাসনা জাগরুক ছিল, তাই তিনি আমরণ সদা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। এইভাবে

মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বাসনাময় জীবনের সকল কাজই করিতেন। সুতরাং বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করার পরও বাঁচিয়া থাকায় তাঁহার মধ্যে ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্খা পুরামাত্রায় বর্তমান থাকা প্রমাণিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি জীবিত থাকা কালেই তাঁহার নির্বাণ লাভ হইয়াছিল, তাহা হইলে জীবনের যে মুহূর্ত হইতে তাঁহার নির্বাণ লাভ ঘটিয়াছিল, তাহার পর মুহূর্ত হইতে উক্ত ক্রিয়াগুলি করিতে বা বাঁচিয়া থাকা কালতক ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রচারে লিপ্ত থাকা, জন্মান্তরবাদের সূত্র মূলে তাঁহার জন্য সম্ভবপর হওয়া উচিৎ ছিল না। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে নির্বাণ লাভের পরও তাঁহার নির্বাণ হয় নাই।

মানব জাতি পাপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

হিন্দু শাস্ত্রের পুনর্জন্মবাদ মতে, মানব জাতির স্থিতিশীলতার ভিত্তি পাপের উপর স্থাপিত হওয়া যেমন ভিত্তিহীন, তদ্রুপ বৌদ্ধগণের জন্মান্তরবাদ মতে মানব জাতির স্থিতিশীলতা, বাসনারূপ পাপের কল্যাণে বজায় থাকার ধারণা ভিত্তিহীন। মানুষ জন্মগত স্বভাব পাপী নহে, তাহার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ মানবের আত্মার সাক্ষ্য। মন্দ কাজ করিলে মনে অশান্তি আসে কেন এবং ভাল কাজ করিলে মনে শান্তি লাভ হয় কেন? কোন চোরকে চোর বলিয়া ডাকিলে সে হয় ক্রুদ্ধ হইবে। নচেৎ লজ্জিত হইবে অথবা ভীত হইবে। সত্য কথায় তাহার ক্রোধ, লজ্জা বা ভয় কেন হয়? পাপের মশলা দ্বারা যদি তাহার আত্মার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ইহাতে গৌরব বোধ করা এবং আনন্দিত হওয়া উচিৎ ছিল। তাহার এরূপ উল্টা আচরণের কারণ কি? পক্ষান্তরে একজন চোরকে সৎ বলিয়া অভিহিত করিলে সে রুখিয়া উঠে না বা লজ্জিত অথবা ভীত হয় না। সে মনে আরাম বোধ করে। মন্দের প্রতি তাহার শত্রুতার ভাব এবং সততার জন্য বন্ধু ভাব কেন? তাহার আত্মার ঈদৃশ স্বভাব কি নির্দেশ করিতেছে? ইহাই নয় কি যে, পাপ তাহার সহজাত প্রবৃত্তি নয়, সততা তাহার মজ্জাগত জিনিষ। ঘটনার ফেরে, পাপ তাহার সাথী হইয়া থাকিলেও, তাহাকে সে ভালবাসে না এবং শুচিতা তাহার নিকট হইতে দূর হইলেও তাহাকেই সে ভালবাসে। খোদা যেমন শুদ্ধ ও শুচি, মানব আত্মাকেও তিনি তেমনি শুদ্ধ ও শুচি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনে তাই মানবাত্মাকে তাহার সৃষ্টি স্বভাবের সাক্ষী মানিয়াছেন? ولا اقسم بالنفس اللوامة (সুরা—কিয়ামত, ছয় আয়েত)—"শোন, আমি সাক্ষ্য মানিতেছি. মানুষের বিবেককে।"

জগতে সর্বাপেক্ষা মহাপাপীর, সর্বাপেক্ষা পাপময় দিবসের যদি ২৪ ঘণ্টার প্রত্যেকটি কাজের তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহা

হইলে দেখা যাইবে যে, সে দিনেরও তাহার অসৎ কাজের সংখ্যা অপেক্ষা নির্দোষ কাজের সংখ্যাই বহুলাংশে অধিক। সুতরাং এ জগতকে পাপের ভিত্তিতে চালু রাখার কথা স্বভাব-বিরুদ্ধ ও সত্যের জঘন্যতম অপলাপ বলিয়া মনে হয়।

সকল কামনাই খারাপ নহে ঃ

বিচার করিলে দেখা যাইবে, সকল বাসনাই পাপ নহে। জড়বাদী মানব, জড় বাসনা কামনায় ব্যাপৃত এবং সাধু আধ্যাত্মিক বাসনা, কামনায় বিভোর। পৃথিবীতে যে সব ধর্মগুরু, নবী বা অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের মধ্যেও ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্খা ও আসক্তি ছিল এবং প্রবলতম আকারে কার্যকরী ছিল। কিন্তু সেগুলি স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ও জড় বিষয় সম্পর্কিত ছিল না; পরন্তু বিশ্বের কল্যাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, আল্লাহ্-তা'লার সহিত আপন জগতবাসীর সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধের সংযোগ স্থাপন করার বিষয় ছিল। ধর্মগুরুগণ যেখানে বাসনা, কামনা ও আসক্তিকে পরিত্যাগ করিতে বলেন, সেখানে এ উপদেশ জড় জাতীয় ও ব্যক্তি-স্বার্থের বিষয় বলিয়া থাকেন। উহার স্থলে তাঁহারা আল্লাহ্-তা'লার সহিত সংযোগ ও সম্বন্ধকে উন্নততর করিতে থাকার ও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর মানব কল্যাণের জন্য সতত কার্যকরী করার সদিচ্ছাকে বলবৎ রাখার উপদেশ দিয়া থাকেন। আল্লাহ্-তা'লাকে লাভ করার এবং মানবের হিতসাধনের ইচ্ছা পবিত্র, পরিশ্রুত ও বাঞ্ছিত বাসনা। ইহা মন্দ ও পাপ নহে, পরন্তু মহাপুণ্য।

আমাদিগের বাসনা কামনার গতি যখন জড় রঙ্গে নিজেদিগের দিকে করি তখন উহার প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রবাহ আমাদিগকে পুড়াইয়া ছারখার করিয়া উধাও করিয়া দেয়। স্বার্থ-জনিত জড় বাসনা আমাদিগের ক্ষতি করে বলিয়া উহা মন্দ। কিন্তু যখন উহাকে আল্লাহ্-তা'লা এবং মানব-কল্যাণের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখন আমাদিগের জীবনকে শান্ত ও সুন্দর করিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় আমাদের কল্যাণ হয়; সেই জন্য পারমার্থিক বাসনা ভাল ও পুণ্যময়। এই কাজে যিনি যতখানি অগ্রসর ও সক্ষম, তিনি তত বেশী মহৎ ও উচ্চ মর্যাদাশীল। নবী ও রসুলগণ এ বিষয়ে আপন আপন জাতির পুরোভাগে অবস্থিত। তাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের নরপতি। বুদ্ধদেবও এই শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তিনি উপরোক্ত শান্তি ও কল্যাণের শিক্ষাই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু যুগ পূর্বের মানুষ। তখন লেখাপড়ার যুগ ছিল না। সুতরাং তাহার শিক্ষা আজ বিকৃত ও বিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। বহুযুগের তামস পরদা ভেদ করিয়া, তাঁহার শিক্ষার জ্যোতিঃ আজ জগতকে আলোক দিতে পারিতেছে না। তাই তাঁহার অনুসরণকারীগণ আজ অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা অপ্রাকৃতিক ও ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের কবলে বন্দী।

(ক্রমশঃ)

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃ। সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যা ব না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar